

## সম্ভব অধ্যায়

# গ. ব্যাকরণ

### সংজ্ঞা

১. যে শাস্ত্রে কোন ভাষা বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সে শাস্ত্রকে সে ভাষার ব্যাকরণ বলে।
২. দেশ ভেদে ভাষা নানা প্রকার। যথা- পালি, বাংলা, উর্দু, ইংরেজি, সংস্কৃত ইত্যাদি। বুদ্ধ যে ভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার করেছেন, তার নাম পালিভাষা।
৩. যে পুস্তক পাঠ করলে পালিভাষা শুদ্ধ করে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় এবং ভাষা সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি বা জ্ঞান জন্মে তাকে পালি ব্যাকরণ বলে।

### পালি ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক

পালিভাষার সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক গভীর। পালিভাষা দীর্ঘদিন ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল। বাংলাভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমে পালিভাষার জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। বিশেষত বাংলাভাষার ক্রম বিকাশের ধারা, ধ্বনি, শব্দগুচ্ছ, বাগধারা প্রভৃতি পালিভাষাও সাহিত্যের বিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন, বৌদ্ধ চর্যাপদের ভাষাই প্রাচীন বাংলাভাষা।

এক হাজার বছর আগে বাংলাভাষার উদ্ভব হয়। প্রাকৃতভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে জনসাধারণের ভাষায় রূপ নেয়। তার পরবর্তী রূপ অপভ্রংশ। এর পূর্ববর্তী রূপ মাগধী। মাগধীভাষা পরিশীলিত হয়ে পালিভাষা নামধারণ করে বিশাল পালিসাহিত্য গড়ে উঠেছে। এ পালিভাষার ধ্বনি কখনও সোজাসুজি, কখনো প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলাভাষায় পরিণত হয়েছে। যেমন- কন্ম > কর্ম; হথ > হস্ত > হাত; ভত্ত > ভাত; অন্ম > আম্র > আম; বণে বণে > ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি।

## সন্ধি

দুই বর্ণ পরস্পর মিলিত হলে ঐ মিলনকে সন্ধি বলে।

সন্ধি তিন প্রকার। যথা : সরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও নিগূহিত বা অনুস্বার সন্ধি।

### ১। সর সন্ধি

স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণে মিলে যে সন্ধি হয় তাকে সর সন্ধি বলে। যথা : নোহি + এতং = নোহেতং; কো + অসি = কোসি।

### ২। ব্যঞ্জন সন্ধি

ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে মিলে যে সন্ধি হয় তার নাম ব্যঞ্জন সন্ধি। যথা : মচ্ছুনো + পদং = মচ্ছুনোপদং; মুনি + চরে = মুনীচরে।

### ৩। নিগূহিত বা অনুস্বার সন্ধি

নিগূহিত বা অনুস্বারের সাথে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি হয় তাকে নিগূহিত বা অনুস্বার সন্ধি বলে। যথা : সচচং + চ = সচচঞ্চ; তং + পি = তম্পি।

## সন্ধির সংজ্ঞাসহ উদাহরণ

### স্বর সন্ধি

#### ১। সরা-সরে লোপং

স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে পূর্বস্বর লুপ্ত হয়। যথা- এক + উন = একুন; পঞ্চ + ইন্দ্রিয়ানি = পঞ্চিন্দ্রিয়ানি; অথ + এব = অথেব; পঞ্চ + ওদন = পঞ্চোদন; সম্ভা + ইধ = সম্ভীধ; বৃশ্চ + উপপাদো = বৃশ্চোপপাদো; ন + এব = নেব; পন + এতং = পনেতং।

#### ২। বা পরো অসরূপা

পরস্পর সন্নিহিত স্বরবর্ণ যদি একরূপ হয় তাহলে পরবর্তী স্বরবর্ণ লোপ পায়। যথা- হৃত্বা + অপি = হৃত্বাপি; মিগী + ইব = মিগীব; চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে; ইতি + অপি = ইতিপি; তে + অপি = তেপি।

#### ৩। কৃচা সবর্ণং লুপ্তে

পূর্বের স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পরের স্বর কখনও কখনও অসমান প্রাপ্ত হয়। ই, ঈ, স্থানে এ কার এবং উ, ঊ স্থানে ওকার হয়। যথা- বৃশ্চস্ + ইব = বৃশ্চস্বেব; মহা + ইসি = মহেসি; যথা + ইদকং = যথোদকং; ন + উপোতি = নোপতি; চন্দ + উদয় = চন্দোদয়ো।

#### ৪। দীঘং

পূর্বের স্বর লুপ্ত হলে পরের স্বর কৃচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা- তত্র + অহং = তত্রাহং; চ + উভয়ং = চুভয়ং; তথা + উপমং = তথুপমং; যানি + ইধ = যানীধ; সচে + অহং = সচাহং; কিঞ্চি + অপি = কিঞ্চিপি।

#### ৫। পূর্বো চ

পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। যথা- কিংসু + ইধ = কিংসুধং; সাধু + ইতি = সাধুতি; ন + অহং = নাহং; দস্‌সামি + ইতি = দস্‌সামীতি; ব্রু + ইতি = ব্রুমীতি।

#### ৬। সমদন্তসূসা দেসো

অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত 'এ' কারের স্থানে কৃচিৎ 'য'-কার আদেশ হয়। যথা- তে + অহং = ত্রাহং; তে + অধু = ত্রাধু; তে + অজ্জ = ত্রাজ্জ; মে + অযং = ম্রাযং; তে + অসয + তাসয; অগ্গি + আগারে = অগ্গ্যাগারে।

#### ৭। ইবল্লো যং ন বা

ই-বর্ণ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই-বর্ণের স্থানে কখনও কখনও য আদেশ হয়। যথা- ইতি + এতং = ইত্যেতং = ইচ্চেতং; ইতি + আদি = ইত্যাди = ইচ্চাদি; বৃতি + অস্ = বৃত্যস্; পতি + অস্তং = পত্যস্তং = পচ্চস্তং; বিত্তি + অনুভুয়তে = বিত্তানুভুয়তে; বি + আপাদ = ব্যাপাদং; বি + অজ্জনং = ব্যজ্জনং; বি + আকতো = ব্যাকতো।

#### ৮। বমোদদন্তানং

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত ও-কার ও উ-কারের স্থানে কৃচিৎ ব আদেশ হয়। যথা- সো + অস্ = স্বস্; যো + অস্ = য্বস্; অনু + এতি = অনুেতি; বহ + আবাহো = বহ্বাবাহো; সু + আগতং = স্বাগতং; সো + অহং = স্বাহং; সো + অস্ = স্বস্।

#### ৯। সো ধস্‌স চ

স্বরবর্ণ পরে থাকলে ধ এর স্থানে কৃচিৎ দ আদেশ হয়। যথা- ইধ + অহং = ইদাহং; ইধ + ভিক্ষবে = ইদভিক্ষবে।

## ১০। সর্বোচ্চি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী তি-কারের স্থানে চ আদেশ হয়। যথা- ইতি + অস্ = ইত্যস্; পতি + অস্ত্ = পচস্ত্; পতি + আগমি = পচাগমি; অতি + আসন্ = অচ্চাসন্; অতি + উন্হ = অচ্চন্হ; জাতি + অশ্বে = জচ্চশ্বে।

## ১১। এবাদিস্ রি পুৰো রসসো

স্বরবর্ণের পর এব থাকলে 'এ'-র স্থানে বিকল্পে রি আদেশ হয় এবং পূর্বের স্বর হ্রস্ব হয়। যথা - যথা + এব = যথরিব; তথা + এব = তথরিব; সা + এব = সরিব।

## ১২। য-ব-ম-দ-ন-ত-র-ল-টা-গমা।

স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে কখনও কখনও উভয় স্বরবর্ণের মধ্যে য ব ম দ ন ত র ল এই ব্যঞ্জন বর্ণের আগম হয়। যথা :

য আগমে : যথা + ইদং = যথযিদং; ন + ইমস্ = নযিমস্; পরি + ওসানং = পরিযোসানং; ন + ইদং = নযিদং; পরি + অস্ত্ = পরিযস্ত্; পরি + এসতি = পরিযেসতি।

ব আগমে : তি + অজিকং = তিবজিকং; প + উচ্চতি = পব্চতি

ম আগমে : লহ্ + এসতি = লহ্মেসতি; কসা + ইব = কসামিব; একং + একং = একমেকং; ইধ + আহ = ইধমাহ।

দ আগমে : অন্ত + অথং = অন্তদথং; সম্ + অঞ্ঞা = সম্দঞ্ঞা; যাব + এব = যাবদেব; তাব + এব = তাবদেব; য + অথং = যদথং; কিঞ্চি + এব = কিঞ্চিদেব; অহ্ + এব = অহদেব।

ন আগমে : ইতো + আযাতি = ইতোন্যাতি; চিরং + আযাতি = চিরন্যাতি।

ত আগমে : অজ্জ + অগ্গে = অজ্জতগ্গে; তস্মা + ইহ = তস্মাতিহ; যস্মা + ইহ = যস্মাতিহ।

র আগমে : নি + অন্তরং = নিরন্তরং; সন্নি + এব = নি + উত্তরো = নিরন্তরো; নি + উপদ্বো = নিরুপদ্বো; দু + অতিক্রমো = দুরতিক্রমো; দু + আগতং = দুরাগতং; পাতৃ + অহোসি = পাতুরহোসি; পুন + এব = পুনরেব; ধি + অশু = ধিরশু; পুন + এতি = পুনরেতি; সাসপো + ইব = সাসপোরিব; পাত + আসো = পাতরাসো।

ল আগমে : হ্ + অতিঞ্ঞা = ছ্লাতিঞ্ঞা; ছ্ + আযতনং = ছ্লাযতনং।

## ১৩। অবভা অতি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'অতি' উপসর্গের স্থানে 'অবভ' আদেশ হয়। যথা - অতি + উগ্গতো = অবভুগ্গতো; অতি + উদীরিতং = অবভূদীরিতং; অতি + ওকাসো = অবভোকাসো।

## ১৪। অজ্বো অধি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে অধি উপসর্গের স্থানে অজ্ব আদেশ হয়। যথা - অধি + অভাসি = অজ্বাভাসি; অধি + ওকাসো = অজ্বোকাসো; অধি + আগমা = অজ্বাগমা; অধি + উপগতো = অজ্বুপগতো; অধি + আসয = অজ্বাসয; অধি + উপেতি = অজ্বুপেতি।

## ১৫। পাস্ চন্তো রস্

স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'পা' শব্দের পরে গ আদেশ হয় এবং পা শব্দের অন্তঃস্বর হ্রস্ব হয়। যথা - পা + এব = পগেব।

## ১৬। গো সরে পুথ্সাগমো কৃতি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পুথু শব্দের অন্তে কখনও কখনও গ আগম হয়। যথা - পুথু + এব = পুথগেব।

### ১৭। ইবণু বণ্ণা ঝলা। ঝলানং ইযুবা সরে বা

অসদৃশ স্বরবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও ই-বর্ণ স্থানে 'ইয়' এবং উ-বর্ণের স্থানে 'উব' আদেশ হয়। যথা - তি + আন্থং = তিযান্থং; পঞ্চমী + অন্তং = পঞ্চমীযন্তং; তি + অন্তং = তিযন্তং; পুথু + আসনে = পুথুবাসনে; সত্তমী + অথে = সত্তমীযথে।

### ১৮। ও সরে চ

স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'গো' শব্দের ও-কারের স্থানে অব আদেশ হয়। যথা - গো + অজিনং = গবাজিনং; গো + এলকং = গবেলকং।

### ১৯। অতিসু চন্তসু

ই বর্ণ পরে থাকলে 'অতি'; 'ইতি' এবং 'পতি' শব্দের তি-কারের স্থানে চ-কার আদেশ হয় না। যথা - অতি + ইতো = অতীতো; অতি + ঈরিতং = অতীরিতং; ইতি + ইতি = ইতীতি; পতি + ইতো = পতীতো।

### ২০। তেন বা ইবণ্ণে

ই বর্ণ পরে থাকলে 'অভি' এবং 'অধি' শব্দের স্থানে কখনও কখনও যথাক্রমে 'অব্ভ' এবং 'অজ্জ' আদেশ হয় না।

যথাক্রমে অভি + ইজ্জরিতং = অভিজ্জরিতং; অধি + ঈরিতং = অধীরিতং।

### ব্যঞ্জন সন্ধি

#### ১। সরা ব্যঞ্জনে দীর্ঘ

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কুচিৎ পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা- দু + রকথং = দুরকথং; সম্ম + ধম্মং = সম্মধম্মং; খত্তি + বলং = খত্তীবলং; জায়তি + ভয়ং = জায়তীভয়ং; উজ্জু + চ = উজ্জুচ।

#### ২। রসসং

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও হ্রস্ব হয়। যথা- ভোবাদী + নাম = ভোবাদিনাম; ভাবী + গুণেন = ভাবিগুণেন; পরা + কমে = পরকমে; আ + সাদো = অসাদো; পুয়লা + ধম্মা = পুয়লধম্মা।

#### ৩। পরষেভাবো ঠানে

স্বরবর্ণের পরস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ কখনও কখনও দ্বিত্ব হয়। যথা- প + গহো = পগ্গহো; ইধ + পমাদো = ইদপ্পমাদো; বিজ্জু + লতা = বিজ্জুলতা; নি + গতং = নিগ্গতং; নানা + পকারেহি = নানাপ্পকারেহি; জাতি + সর = জাতিসসর; বি + ভন্তো = বিবভন্তো; প + বজ্জং = পববজ্জং; চতু + দসো = চতুদসো; দু + সীলো = দুসসীলো; অ + পমাদো = অপ্পমাদো; বি + এগানং = বিএগানং; বহু + সুতো = বহুসুতো; সীল + বতং = সীলবতং; পুন + পুন = পুনপুনং।

#### ৪। লোপঞ্চ তত্রাকারো

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কুচিৎ 'সো' এবং 'এসো' শব্দের ও-কার স্থানে অ-কার হয়, এবং কখনও কখনও পূর্বস্থিত অ-কার স্থানে উ-কার ও-কার স্থানে ও-কার হয়। যথা - এসো + খো = এস খো; সো + গচ্ছং = স গচ্ছং; সো + সীলবা = স সীলবা; সো + ভিক্খু = স ভিক্খু; জানেম + তং = জানেমুতং; নু + ত্তং = নোত্তং।



### ৫। বন্ধে ঘোসাঘোসানং ততিষ - পঠমা

স্বরবর্ণের পরস্থিত বর্ণীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সাথে সেই বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ যুক্ত হয়। যথা- নি + ঘোসো = নিগৃঘোসো; পঠম + ঝানং = পঠমজ্ঝানং; অতি + ঝায়তি = অতিজ্জায়তি; বিং + ধংসেতি = বিম্ধংসেতি; মহা + ধনো = মহম্ধানো; পঞ্চ + ঝম্বা = পঞ্চক্ঝম্বা; বোধি + ছায়া = বোধিচ্ছায়া; নি + ঠিতং = নিট্ঠিতং।

### ৬। ও-অবসূস

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অব' শব্দের স্থানে কখনও কখনও ওকার আদেশ হয়। যথা- অব + কামো = ওকামো; অব + নম্বা = ওনম্বা; অব + বদতি = ওবদতি; অব + সানং = ওসানং।

### ৭। এতেসমো লোপে

বিভক্তির লোপ হলে মন গণাদি শব্দের অন্ত্য অ-কার স্থানে ও কার হয়। যথা - মন + মযং = মনোমযং; মন + সেট্ঠো = মনোসেট্ঠো; অহ + রত্তং = অহোরত্তং; তম + নুদো = তমানুদো; অয + পত্তো = অযোপত্তো; তপ + ধনো = তপোধনো; বায়ু + ধাতু = বায়োধাতু; তেজ + কসিনং = তেজোকসিনং; রহ + গতো = রহোগতো।

### ৮। কুচি ও ব্যঞ্জে

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অতিপ্প' এবং 'পর' শব্দের পর ওকার আগম হয়। যথা - অতিপ্প + খো = অতিপ্পগোখো; পর + গতং = পরোগতং; পর + সহস্‌সং = পরোসহস্‌সং।

### ৯। যবত্তং ত-ল-ন-দকারানং ব্যঞ্জনানি চ-ল-ঞ-জ্জকারত্তং।

ই বর্ণের স্থানে যকার আদেশ হলে শব্দের অন্ত্য ত্য ল্য ন্য এবং দ্য স্থানে কুচিৎ যথাক্রমে চ ল ঞ ও জ আদেশ হয় এবং এদের দ্বিত্ব হয়। যথা- জাতি + অম্বা = জচ্চম্বা; বিপলি + আসো = বিপল্লাসো; যদি + এবং = যজ্জবং; অপি + একচে = অপ্পেকচে।

### ১০। কুচি পটি পতিসূস

স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'পতি' শব্দের কুচিৎ 'পটি' আদেশ হয়। যথা- পতি + হঞ্‌ঞতি = পটিহঞ্‌ঞতি।

### ১১। তব্বিপরিভূপদে ব্যঞ্জে চ

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অব' শব্দের স্থানে কখনও কখনও উকার আদেশ হয়। যথা- অব + গতে = উগগতে; অব + গচ্ছতি = উগগচ্ছতি; অব + গহেত্বা = উগগহেত্বা।

## নিগৃগহীত বা অনুস্বার সন্ধি

### ১। বগ্গগত্তং বা বগ্গগে

বর্ণীয় বর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা- তং + এগ্গং = তেগ্গং; তং + ঠানং = তঠ্ঠানং; কিং + কতো = কিজ্জতো; সং ; জাতো = সজ্জাতো; জুতিং + ধরো = জুতিনধরো।

### ২। সযে চ

অনুস্বারের পর য থাকলে অনুস্বার এবং অন্তঃস্থ য উভয়ে মিলে ঞ্‌ঞ হয়। যথা- সং + যোগ = সঞ্‌ঞগ; বিসং + যোগ = বিসঞ্‌ঞগ; যং + দেব = যঞ্‌ঞদেব; সং + যতো = সঞ্‌ঞতো।

## ৩। নিগ্গহীতক্ক

স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কুচিৎ নিগ্গহীত আগম হয়। যথা- চক্খু + উদপাদি = চক্খুং উদপাদি; অব + সিরো = অবৎসিরো; অনু + থুলানি = অনুংথুলানি; পূব্ব + গমা = পূব্বজ্জমা।

## ৪। কুচি লোপং

স্বরবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও নিগ্গহীতের লোপ হয়। যথা- বিদুনং + অগ্গং = বিদুনগ্গং; তাসং + অহং = তাসাহং।

কথং + অহং = কথাহং; কিং + অহং = ক্যাহং।

## ৫। ব্যঞ্জে চ

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কুচিৎ অনুস্বারের লোপ হয়। যথা- বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং; অরিয়সচ্চানং + দস্সনং = অরিয়সচ্চানদস্সনং; অবিসং + হারো = অবিসাহারো।

## ৬। পরো বা স্বরো

কখনও কখনও নিগ্গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণের লোপ হয়। যথা- চক্কং + ইব = চক্কংব; বীজং + ইব = বীজংব; কিং + ইতি = কিত্তি; দাতুং + অপি = দাতুম্পি; ত্বং + অসি = ত্বংসি।

## ৭। ব্যঞ্জে চ বিসঞ্জে গো

নিগ্গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথমটোও লুপ্ত হয়। যথা- এবং + অসস = এবংস; পুপ্পং + অসসা = পুপ্পংসা; পুতং + অসসা = পুতংসা।

## ৮। মদাসরে

স্বরবর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে ম-কার এবং দ-কার আদেশ হয়। যথা- তং + অহং = তমহং; যং + আহং = যমাহং; কিং + এতং = কিমেতং; যং + অনিচ্ছং = যদনিচ্ছং; এতং + অবোচ = এতদবোচ; এবং + অস্স = এবমস্স।

## ৯। অনুপদিট্টানং বৃত্তযোগতো

উপসর্গ, নিপাতাদির যোগে যে সকল সন্ধি পূর্বে বর্ণিত হয়নি, সেই স্বর, ব্যঞ্জন ও অনুস্বার সন্ধির সূত্রানুসারে তাদের রূপসিদ্ধি দেখানো হল।

১. স্বর সন্ধিতে - প + অজ্ঞানং = পাজ্ঞানং; পর + আসনং = পরাসনং; উপা + আগতো = উপাগতো; অধি + আসযো = অজ্জ্বাসযো; ধী + অতিক্কমো = ধীতিক্কমো।
২. ব্যঞ্জন সন্ধিতে - পরি + গহো = পরিগ্গহো; নি + খমতি = নিক্খমতি; নি + কসাবো = নিক্কসাবো; দু + ভিক্খং = দুবিভক্খং; সু + গহো = সুগ্গহো।
৩. অনুস্বার সন্ধিতে - সং + দিট্টং = সন্দিট্টং; নি + গতং = নিগ্গতং।

## ১০। অং ব্যঞ্জে নিগ্গহীতং

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের কুচিৎ লোপ হয় না। যথা- এবং + বুভে = এবংবুভে, তং + সাধু = তংসাধু।

## অনুশীলনী

### ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। পালিভাষার সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ২। সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও।
- ৩। নিম্নের সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা কর এবং উদাহরণ দাও :  
সরাসরে লোপং; বা পরো অসরূপা; কৃচা সবগ্নং লুপ্তে; বামোদুদন্তানং; সবেচাচন্তি, পরষেভাবো ঠানে;  
লোপক্ষ তত্রাকারো; বগ্গে ঘোসা-ঘোসানং ততিয়-পঠমা; পুথুস্‌স ব্যঞ্জনে; নিগ্গহীতঞ্চ; মদাসরে।
- ৪। সন্ধি কর :  
পক্কোদন; নোপেতি; সাধুতি; পঞ্চস্তং; যাবদেব; পাতরাসো; বিজ্জুলতা; ওবদতি; পরোগতং;  
সএহ্‌এগ; তম্‌হং।

### খ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। পালি ব্যাকরণ কাকে বলে?
- ২। পালিভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় আগত পাঁচটি শব্দের উদাহরণ দাও।
- ৩। নিগ্গহীত সন্ধি কাকে বলে? দুটি উদাহরণ লেখ।
- ৪। লোপক্ষ তত্রাকারো কোন সন্ধির অন্তর্গত সংজ্ঞা? তিনটি উদাহরণ দাও।

### গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও :

#### ১। পালিতে সন্ধি কত প্রকার?

- |         |        |
|---------|--------|
| ক. তিন  | খ. চার |
| গ. পাঁচ | ঘ. ছয় |

#### ২। স্বরসন্ধির উদাহরণ কোনটি?

- |              |           |
|--------------|-----------|
| ক. দুস্‌সীলো | খ. ওকামো  |
| গ. পরোগতং    | ঘ. সাধুতি |

#### ৩। ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ কোনটি?

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. পনোতং   | খ. পক্কজং |
| গ. নিগ্গতং | ঘ. ক্যাহং |

#### ৪। পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। -এটির সংজ্ঞা কোনটি?

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ক. কৃচা সবগ্নং লুপ্তে | খ. দীঘং       |
| গ. পূর্বচ             | ঘ. দো ধস্‌স চ |

## লিঙ্গ

যে বিশেষ্য পদ দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ-নপুংসক পার্থক্য করা যায় তার নাম লিঙ্গ। লিঙ্গ - ধাতু, প্রত্যয় ও বিভক্তি বর্জিত হয়। পালিতে লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা - পুংলিঙ্গ, ইথি লিঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ) ও নপুংসক লিঙ্গ।

- ১। যেসব শব্দ পুরুষ জাতি বোঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যথা- কুমারো, পিতা ইত্যাদি।
  - ২। যেসব শব্দে স্ত্রী জাতি বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যথা- মাতা, কুমারী, কএংগা ইত্যাদি।
  - ৩। যেসব শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কোনটাই বোঝায় না তার নাম ক্লীব লিঙ্গ। যেমন- ফল, বারি, বন ইত্যাদি।
- নিম্নে লিঙ্গ পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

ক. আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
খণ্ডিয়ো (ক্ষত্রিয়)	খণ্ডিয়া
মানুস (মানুষ)	মানুসা
অস্ (অশ্ব)	অসসা
কণিট্ঠ (কনিষ্ঠ)	কণিট্ঠা

খ. অ-কারান্ত শব্দের উত্তর কোন কোন ক্ষেত্রে 'ঈ' প্রত্যয় যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মাণব	মাণবী
সুন্দর	সুন্দরী
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
দেব	দেবী

গ. কতকগুলো শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'নী' প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মালী	মালিনী
দণ্ডী	দণ্ডিনী
তপসসী	তপসসিনী
মেধাবী	মেধাবিনী

## বিশেষণের তারতম্য

### বিশেষণ

- ১। যা দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণ বলে। যথা- ধবলো গো।
- ২। সাধারণত বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বচন ও যে বিভক্তি হয়, বিশেষণের ও সেই লিঙ্গ, সেই বচন ও সেই বিভক্তি হয়। যথা- সুন্দরো দারকো; সুন্দরী দারিকা, সুন্দরং ফলং।
- ৩। কতকগুলো বিশেষণের কখনও কখনও বচন, লিঙ্গ ও বিভক্তির পরিবর্তন হয় না। যেমন - সতং দারকা; বীসতি চিত্তানি- একশতজন বালক, বিশ প্রকার চিত্ত।
- ৪। বিধেয় বিশেষণের লিঙ্গ কখনও কখনও উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হয় না। যথা- গুণা পমাণং; পমাদো মচ্ছুনো পদং গুণগুলোই প্রমাণ; প্রমাদ মৃত্যুর পথ।



### বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণের তারতম্য বোঝাতে পালিতে বেশ কিছু নিয়ম আছে। দুই পদের মধ্যে তুলনা বোঝাতে বিশেষণ পদের শেষে 'তর' বা ইয় প্রত্যয় হয় এবং অনেকের মধ্যে তুলনা হলে 'তম', ইস্সিক, ইট্ঠ প্রত্যয় যুক্ত হয়।

নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

বিশেষণ পদ	দুই এর মধ্যে তুলনা	অনেকের মধ্যে তুলনা
সুচি (শুচি)	সুচিতর	সুচিতম
পাপ	পাপতর	পাপতম
কাল	কালতর	কালতম
সাধু	সাধুতর	সাধুতম
কট্ঠ (নিকট)	কট্ঠিয়	কট্ঠিট্ঠ

মা, বা, বী, বিন প্রভৃতি প্রত্যয়সূত বিশেষণ শব্দের উত্তর ইধ, ইয়া, ইট্ঠ ও ইস্সিক প্রত্যয় হলে ঐ সকল প্রত্যয়ের নিকটবর্তী পূর্ববর্তী স্বরের লোপ হয়।

গুণবা	গুণিয়	গুণিট্ঠ
জুতিমা (জ্যোতিষ্মান)	জুতিয	জুতিট্ঠ
সতিমা (স্মৃতিমান)	সতিয়া	সতিট্ঠ
মেধাবী	মেধিয়	মেধিট্ঠ
ধনবা	ধনিয	ধনিট্ঠ

এমন কিছু বিশেষণ আছে যা সাধারণ নিয়মে পড়ে না। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

অম্প (কতিপয়)	কনিয	কনিট্ঠ
বুড়চ (বৃন্দ)	সাদিয	সাদিট্ঠ
অস্তিক (নিকট)	নেদিয	নেদিট্ঠ
গুরু (ভারী)	গরিয	গরিট্ঠ

## অনুশীলনী

### ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণ সহ লেখ।
- ২। লিঙ্গান্তর কর :  
খন্ডিয়ো, অস্স, দেবী, মালিনী, তপস্বসী, মেধাবী।
- ৩। বিশেষণের তারতম্যের কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ কর।
- ৪। প্রত্যয়যোগে নিম্নের বিশেষণগুলোর প্রত্যেকটির তারতম্য দেখাও।  
কট্ট; সতিমা; ধনবা; মেধাবী; বুড়; অস্তিক; পাপ।

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। লিঙ্গ কাকে বলে? প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দাও।
- ২। বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ সহ লেখ।
- ৩। বিশেষণের তারতম্য বলতে কী বোঝ?
- ৪। বিশেষণের তারতম্যের সাধারণ নিয়মে পড়ে না এমন চারটি প্রত্যয়ান্ত শব্দের উদাহরণ দাও।

### গ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

#### ১। স্ত্রীলিঙ্গ পদ কোনটি?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. সুন্দর | খ. দেব      |
| গ. মানব   | ঘ. খন্ডিয়া |

#### ২। পুংলিঙ্গ পদ কোনটি?

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. কণিট্টা | খ. মালিনী |
| গ. অস্সা   | ঘ. মালী   |

#### ৩। দুই এর মধ্যে তুলনামূলক বিশেষণ কোনটি?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক. জুতিমা | খ. গুণবা |
| গ. গুরু   | ঘ. মেধিব |

#### ৪। অনেকের মধ্যে তুলনার উদাহরণ কোনটি?

- |           |         |
|-----------|---------|
| ক. সাধুতর | খ. ধনবা |
| গ. কণিট্ট | ঘ. অপ্প |